বাজেট ২০০২-২০০৩

পরনির্ভরশীল নয়, নিজের পায়ে দাড়াতে হবে। পৃথিবীর সবখানেই বিনা পয়সায় খাওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। আমাদের এই অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। দেশের উন্নয়নে সবাইকে কিছু না কিছু মূল্য দিতে হবে।

–অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী **এম. সাইফুর রহমান**

এ বাজেট পাগল মন্ত্রীর 'ছাগল অর্থনীতি'র বাজেট। এই সরকার হলো গরিব মারার সরকার। এই বাজেট হলো গরীবের পেটে লাথি মারার বাজেট। ধনীদের স্বার্থে বাজেট করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই – এটাই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বাজেট হাওয়া সরকারের হাওয়াই বাজেট।

–শেখ হাসিনা

বাজেট বক্তৃতা
অর্থমন্ত্রীর দীর্ঘ উপস্থাপনা সংসদ সদস্য বা সাধারণ শ্রোতার কাছে কতোটুকু পরিষ্কার হয়ে ওঠে এটি ভাববার বিষয়। মূল কথা সহজে সংক্ষেপে বলার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। বিশদ বিবরণ সংযুক্ত থাকতেই পারে।

–অর্থনীতিবিদ মোজাফফর আহমদ

এই বক্তব্য আমাদের পক্ষে শোনাই ছিল কষ্টকর। অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুসহ মুক্তিযুদ্ধের কোনো নেতা তো দূরের কথা কোনো মুক্তিযোদ্ধার প্রতি পর্যন্ত শ্রদ্ধা দেখানো হয়নি। মাঝখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক কোথা থেকে এলো তাতে জনগণের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে।

–গত আওয়ামী সরকারের অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া

বাজেট বক্তৃতা সরাসরি দেখাতে গিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন দর্শকদের বিশ্বকাপের দুটি আকর্ষণীয় ম্যাচ দেখা থেকে বঞ্চিত করেছে। অনেক দর্শক বিশ্বকাপ ফুটবলের উত্তেজনার বদলে ক্লান্তিকর বাজেট বক্তৃতার সম্প্রচারকে হাস্যকর বলে অভিহিত করেন।

–প্রথম আলোর রিপোর্ট

কর

একদিকে রাজস্ব আদায়, স্বনির্ভরতা চাইবো – অন্যদিকে কর দেবো না, তা তো হবে না।

–এম. সাইফুর রহমান

রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গিয়ে জনগণের গায়ের শুধু জামাটি নয়, চামড়াও তুলে নিতে হবে।

–শাহ এএমএস কিবরিয়া

১৯.৫৭ শতাংশ রাজস্ব কর আদায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে। কারণ গত দশ বছরের হিসাবে কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের বেশি হয় না। এবার তা দ্বিগুণ করার কথা বলা হয়েছে।

–অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ভ্যাট

পৃথিবীর প্রায় দেশেই সব সেবা ও পণ্যের জন্য ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। আমাদের দেশেও জনগণকে ভ্যাট পরিশোধে অভ্যস্ত হতে হবে।

–এম. সাইফুর রহমান

কমপিউটার

যখন গ্রামাঞ্চলে কমপিউটার ছড়িয়ে দেয়ার আশা তখন কমপিউটারের ওপর শুল্ক বসানো কতোটা যুক্তিযুক্ত?

–মোজাফফর আহমদ

কমপিউটারের ওপর ৭.৫ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। অথচ প্রতিটি উপজেলায় একটি স্কুল ও একটি কলেজে আগামী অর্থ বছরে একটি করে কমপিউটার ল্যাব (৫০টি কমপিউটার সমৃদ্ধ) গড়ে তুলতে ব্যয় হতো মাত্র ৫০০ কোটি টাকার মতো।

–বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলাম

আমরা সফটওয়্যার শিল্প গড়ে তুলতে ৩০০ কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করেছি। হিসাব করে দেখেছি, এই খাতে যে করারোপ করা হয়েছে তা থেকে মাত্র ৯ কোটি টাকার মতো রাজস্ব আসবে। এই ক'টি টাকার জন্য কমপিউটারের ওপর শুল্ক আরোপ করিনি। এগুলোর ওপর শুল্ক না থাকায় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তারা এগুলোর প্রতি খুব একটা নজর দেন না। ফলে কমপিউটারের নামে অন্য পণ্য চলে আসে। তাছাড়া ভালো কমপিউটার আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। এতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় হয়।

–এম. সাইফুর রহমান

গাড়ি

যেখানে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠেনি সেখানে পুরনো গাড়ির আমদানি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে করে কতিপয় আমদানিকারকের পোয়াবারো হলেও মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের গাড়ি কেনার সুযোগ একেবারে মিটে যাবে।

–অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান

ট্রাফিক সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের নগরাঞ্চলে নতুন গাড়ির সমাবেশ বাড়ানোর খায়েশ অপরাধের শামিল। বাস–মিনিবাস–ট্রাক আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক বৃদ্ধির যুক্তিও বোঝা গেল না। সাধারণ জনগণ বাসেই যাতায়াত করেন, নতুন গাড়িতে নয়।

–মইনুল ইসলাম

বাজেটের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে এই খাত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকরা পথে বসবেন। এ খাত থেকে সরকার বছরে পাচ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেয়ে আসছে।

–রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিকারকদের সংগঠন ‘বারভিডা’র সভাপতি আনোয়ার হোসেন

এ সিদ্ধান্ত কাদের স্বার্থে প্রণীত?... বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিবার জাপানের নিসান ব্র্যান্ড, বাণিজ্যমন্ত্রীর পরিবার হন্ডা ব্র্যান্ড গাড়ির বাংলাদেশের একক এজেন্ট। এছাড়া জাপানের টয়োটা ব্র্যান্ডের গাড়ির এজেন্ট হচ্ছে নাভানা লিমিটেড, মিতসুবিসি–র এজেন্ট র‍্যাংগস লিমিটেড এবং ভারতের সুজুকি ও মারুতি ব্র্যান্ডের এজেন্ট হচ্ছে উত্তরা মটরস আর টাটা গাড়ির এজেন্ট হচ্ছে নিটল মটরস।

–বাজেটে পুরনো (রিকন্ডিশন্ড) গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব বিষয়ে জনকণ্ঠের রিপোর্ট

দেশের অসংখ্য ছেলে বেকার। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি কিনে তারা রেন্ট–এ কারের ব্যবসা করে জীবন চালায়। কিন্তু তা আমাদের অর্থমন্ত্রীর সহ্য হলো না। প্রতিবেশী দেশের তৈরি গাড়ির বাজার সৃষ্টির জন্য বিএনপি নতুন গাড়ির ওপর থেকে ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছে। অথচ ওই দেশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়া ছিল তাদের রুটিন ওয়ার্ক। এই সরকারের কোন মন্ত্রী–নেতা কোন ব্যবসা করেন, সেদিকে খেয়াল রেখে বাজেট করা হয়েছে।

–শেখ হাসিনা

বিগত সরকার এদেশে ভারতীয় গাড়ির বাজার সৃষ্টির জন্য জাপানি গাড়ি ট্যাক্সি হিসেবে ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। বর্তমান সরকার ব্যবহারের ওপর এ ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে না। বরং নতুন গাড়ির শুল্ক কমিয়ে জাপান, ইটালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের গাড়ির

জন্য বাজার উন্মুক্ত করছে। আমরা নতুন গাড়ি বিক্রি নিয়ে কাউকে মনোপলি করতে দেবো না। নতুন গাড়ি আমদানিতে শুল্ক কমানোর ফলে দাম যেমন কমবে তেমনি প্রতিযোগিতা হবে।

–এম. সাইফুর রহমান প্রতিরক্ষা

এই খাতের বরাদ্দ কমানো বা বাড়ানো হয়নি। চলতি অর্থ বছরে মিগ জঙ্গি বিমান কেনার অর্থ পরিশোধের কারণে এ খাতে বেশি ব্যয় হয়েছে। এবার মিগ কেনার অর্থ পরিশোধ করতে হবে না। এছাড়া চলতি অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা বাহিনীর পেনশন ভাতা খাতে ১০০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছিল যা প্রস্তাবিত বাজেটে রাখতে হচ্ছে না। এ কারণেই আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ চলতি অর্থ বছরের ব্যয়ের চেয়ে কম মনে হয়।

–এম. সাইফুর রহমান

এই বাজেটের সবচেয়ে আপত্তিকর হলো, আগামী অর্থ বছরের প্রতিরক্ষা খাতের প্রকাশ্য রাজস্ব ব্যয় বর্তমান অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ বাড়িয়ে ৩ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকায় প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর সঙ্গে যদি প্রতিরক্ষা খাতের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা (শিক্ষা খাতে, স্বাস্থ্য খাতে, গণপূর্ত খাতে, খাদ্য বাজেটে, ঋণ পরিশোধ খাতে ও অন্যান্য খাতে) অপ্রকাশ্য ব্যয় বরাদ্দ এবং 'টপ সিক্রেট' উন্নয়ন ব্যয় যোগ করা হয় তাহলে প্রমাণিত হবে, বরাবরের মতো এবারও বাজেটের সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা খাতেই যাচ্ছে। অতএব পুরনো গৎবাধা মিথ্যা ভাষণ (শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত) সত্ত্বেও ক্যান্টনমেন্টে জন্মগ্রহণকারী বিএনপির প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রতি একচোখা ও অন্যায় পক্ষপাতিত্বের আরেকটি নজির সৃষ্টি হলো এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে।

–মইনুল ইসলাম

শিক্ষা

শিক্ষা খাতের অগ্রাধিকার কিন্তু মূলত এসেছে উন্নয়ন ব্যয় থেকে। রাজস্ব বাজেটে তেমন একটি বৃদ্ধি নেই। শিক্ষায় আজ যে মান নিয়ে সঙ্কট, শিক্ষকের সঙ্কট, প্রতিযোগীমূলক দক্ষতা বাড়ানোর সমস্যা, ছাত্রস্ফীতির যে সমস্যা – ব্যয়ের ধরন থেকে কিন্তু এ সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় না।

– মোজাফফর আহমদ

তবে এটুকুও বলতে হবে, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতন মওকুফ, উপবৃত্তি কার্যক্রমের সম্প্রসারণ কিংবা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। শিক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দের ৫৮ শতাংশ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে প্রদানের সিদ্ধান্তও সঠিক।

–মইনুল ইসলাম

লেখার কাগজের শুল্ক বৃদ্ধি করে জোট সরকার শিক্ষা বিস্তারে তাদের অনীহার মনোভাব প্রকাশ করেছে।

–শাহ এএমএস কিবরিয়া

ফ্ল্যাট–এপার্টমেন্ট

জমি–ফ্ল্যাট কেনা–বেচা ও হস্তান্তরের সময় রেজিস্ট্রেশন বাবদ ৩০ শতাংশ কর দিতে হতো। বাজেটে এই কর কমিয়ে ১৩·৫ শতাংশ করা হয়েছে। এতে জনগণের ওপর থেকে কর ভার কমে যাবে।

–রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (রিহ্যাব)–এর বিবৃতি

রেজিস্ট্রেশনে জমির বাজার দরের ভিত্তিতে কর আদায়ের জন্য আমলাদের বাড়তি ক্ষমতা প্রদান এক্ষেত্রে যে দুর্নীতি ও জুলুমের প্রতাপ রয়েছে তাকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

–মইনুল ইসলাম

ফল

গরিবরা কিছু ফল খাবে তাও পারবে না। ফলের ওপরও ট্যাক্স বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

–শেখ হাসিনা

আমাদের বাপ–দাদারা আপেল, আঙুর খায় নাই। তাতে কি তারা বাচেননি? আমাদের আম, জাম, কাঠাল, কলা এগুলো কতো ভালো ফল। অথচ বাজারে তাকালেই দেখি বিদেশ থেকে আসা ফলে সয়লাব হয়ে আছে। আপেল আর আঙুর খেলে তার একটুখানি পেটে যায় – তাতে স্বাস্থ্য ভালো হয় না। আমাদের দেশের কাঠালের চারটা কোষ খেয়ে সারাদিন হাল চাষ করা যায়। দেশের কলায় প্রচুর ভিটামিন আছে। কুইন্সল্যান্ডের আপেল, সিরিয়ার আঙুরে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করবো আর আমাদের ফলমূল নষ্ট হবে তা তো হতে পারে না।

–এম. সাইফুর রহমান

দুধ

সারা দেশে ব্যাপকভাবে ডেইরি শিল্প গড়ে উঠেছে, সেগুলো বাচাতেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। মিল্কভিটার দুধে পানি মিশিয়ে খেলেও তাতে স্বাস্থ্য ভালো হয়। কিন্তু আমদানি করা দুধে কোনো পুষ্টি নেই।

–গুড়ো দুধের ওপর কর আরোপের যৌক্তিকতা তুলে ধরে এম. সাইফুর রহমান

চিনি

চিনির ওপর শুল্ক আরোপ সত্ত্বেও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চিনির দাম কেজিপ্রতি অন্তত দুই টাকা কমে যাবে। চিনির দাম বাড়তি মনে হলে চিনি খাওয়ার দরকার কি? চিনি খেলে তো ডায়াবেটিস হয়। বেশি করে গুড় খাবেন।

–এম. সাইফুর রহমান

ফল, গুড়ো দুধ, চিনির ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করে তারা জাতির পুষ্টি যোগানে বাধা সৃষ্টি করলো। সফট ড্রিঙ্কসের বিলাসিতাও তারা পছন্দ করেন না।

–শাহ এএমএস কিবরিয়া

সয়াবিন তেল

অনেকেই বলছেন সয়াবিন তেল শস্তা ছিল, কর আরোপ করে আমি তার দাম বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু শস্তায় খেতে গিয়ে অর্থনীতির তো বারোটা বেজে গেছে। এখন আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়ার জন্য সরিষার তেল পাওয়া যায় না। আমাদের এগুলো চিন্তা করতে হবে। সরিষার তেল দিয়ে ডিম ভেজে খেলে তার স্বাদ ও গন্ধ লেগে থাকে। কিন্তু সয়াবিনে তা পাওয়া যায় না। আগামী বছর সয়াবিন তেলের ওপর কর আরো বাড়িয়ে দেবো।

–এম. সাইফুর রহমান

টিভি–ফৃজ

রঙিন টিভি, ফৃজ আমদানির শুল্কহার কমানো হয়েছে। এটাও উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের বিলাসী ভোক্তায় পরিণত করার প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত হবে।

–মইনুল ইসলাম

ফৃজের দাম কি কমে মধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসবে? এয়ার কন্ডিশনারের দাম কমাবার আকাঙ্ক্ষা কার স্বার্থে?

–মোজাফফর আহমদ

এয়ারকন্ডিশনের ওপর কর কমিয়ে আনা এবং সাবান, শেভিং ক্রিম, টয়লেট্রিজ সামগ্রীর ওপর কর বাড়ানো পরস্পরবিরোধী।

–আতিউর রহমান

চাকরি

বেকার সমস্যা সমাধানে কিংবা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো পথ বাজেটে নেই।

–শাহ এএমএস কিবরিয়া

সরকার নিজেই ১০ হাজার শিক্ষক, ২৩ হাজার নার্স, ৩ হাজার ডাক্তার নিয়োগ করবে। এ জন্য সরকারি কর্মকমিশনকে ভেঙে পেশা ভিত্তিক কর্মকমিশন গঠন করা দরকার। তাহলে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে। এখন আমি টাকা নিয়ে বসে আছি। শিক্ষক পেলেই নিয়োগ দেবো। যোগ্য নার্স পেলেই নিয়োগ দেবো। নার্সের অভাবে এখন হাসপাতাল–ক্লিনিক চলছে না।

–এম সাইফুর রহমান

তাত শিল্প

প্রস্তাবিত বাজেটে রেশম সুতার মূল্য বৃদ্ধি ও তাত শিল্পে পুজি বরাদ্দ না করার মাধ্যমে এই শিল্পকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

–বাংলাদেশ সংযুক্ত তাতী সমিতির বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

উন্নয়ন বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগের বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো।

– মোজাফফর আহমদ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মানে কেবল চেয়ার–টেবিল নয়, এই কার্যালয়ের অধীনে অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

–এম. সাইফুর রহমান

ডলার

এখন এতো বেশি ডলার আসছে যে, ব্যাংক নিতে চাচ্ছে না। আমি যেদিকে যাই সেদিক থেকে শুধু ডলার আর ডলার আসছে। টাকার আর কোনো অভাব হবে না।

–এম. সাইফুর রহমান

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ করমুক্ত ঘোষণা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। বর্তমান অর্থ বছরে এ পর্যন্ত প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ দাড়িয়েছে দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি। আগামী অর্থ বছরে এর পরিমাণ আড়াই বিলিয়ন ডলারে পৌছাবে বলে আশা করা যায়।

–অর্থনীতিবিদ আবু আহমেদ

কালো টাকা

প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকাকে শাদা টাকায় রূপান্তরিত করার সুযোগ প্রদান একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ, যা নিয়মিত করদাতাদের প্রতি অবিবেচনাসুলভ।

–মেট্রোপলিটান চেম্বার–এর বিবৃতি

এবারের বাজেটে একটি খুব বাজে কাজ করা হয়েছে। সেটি হলো, কালো টাকাকে শাদা করার সুযোগ দেয়া। কালো টাকাকে শাদা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে এ কথা বলে যে, কেউ বিনিয়োগ করতে চাইলে তাকে তার আয়ের উৎস জানাতে হবে না। তাতে করে ট্যাক্স যারা দেন না, যারা কালো টাকার মালিক তারা বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি যারা ট্যাক্স পরিশোধ করেন তারা বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হবেন, হতাশ হবেন

–দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এনজিও

কোনো কোনো এনজিও রাজনীতিতে নেমেছে। রাজনীতি করার ইচ্ছা থাকলে এনজিও কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়ে তাদের রাজনৈতিক দল গঠন করা উচিত। এনজিওদের অনেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। তাদেরকে এখন থেকে দেশের প্রচলিত নিয়মে কর দিতে হবে।

–এম. সাইফুর রহমান

মাইক্রো–ক্রেডিট বাদে এনজিওদের লাভজনক ব্যবসার ওপর করারোপ করা হয়েছে। এর আমি বিরুদ্ধে নই। তবে যে ব্যবসায়ী শুধু নিজের জন্য লাভ করে এবং যে তার লাভ সমাজের জন্য করে – এ দুক্ষেত্রে সীমারেখা টানা উচিত। দুটো ক্ষেত্রে করের হারে পার্থক্য থাকা উচিত ছিল।

–আতিউর রহমান

অন্যান্য

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণের কথা বলা হলেও বাজেটে কিন্তু তার কোনো ছাপ নেই। সুশাসনের উল্লেখ থাকলেও তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। বিচার বিভাগ পৃথক করা হলে তার বাজেট সংশ্লেষ থাকার কথা, সেটাও চোখে পড়ে না। নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তার জন্য কি বরাদ্দ থাকলো? এমন প্রশ্ন মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কেও। পরিবেশের বিষয়ে পলিথিনের উল্লেখ আছে, টু স্ট্রোক থ্রি হুইলারের উল্লেখ আছে। কিন্তু বায়ুদূষণ, বর্জ্যদূষণ, শিল্পজনিত দূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ, মাটিদূষণ – এসব বিষয় কিন্তু উপেক্ষিত থেকে গেছে।

–মোজাফফর আহমদ

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে অর্থমন্ত্রীর প্রচেষ্টা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়ে রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর ব্যবস্থা রাখায় এটা বোঝা যায়, রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন কার্যক্রমের আরো সংস্কার প্রয়োজন রয়েছে। ঘাটতি পূরণে বিদেশি সাহায্য অভ্যন্তরীণ উৎসের প্রায় সমান। তবে সাহায্যের ৫ হাজার ৬০০ কোটি আমেরিকান ডলার পাইপ লাইনে আটকে থাকার পরও তা ব্যবহার করতে না পারায় কার্যত বিনিয়োগের সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। এটা থেকে বেরিয়ে আসা না গেলে সমস্যা বাড়বে।... মূল্যস্ফীতি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, মুদ্রা, ঋণপ্রবাহ, আমদানি–রফতানি, লেন–দেনের ভারসাম্য, রেমিটান্স, বৈদেশিক সাহায্য এসব বিষয়ে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কোনো পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিও বাজেটে উঠে আসেনি। বাজেটে রফতানিমুখী তৈরি পোশাক খাত ও বস্ত্র খাতের সমস্যা গুরুত্ব পায়নি।

–দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আশা করেছিলাম অর্থমন্ত্রী বাজেটে আইন–শৃঙ্খলার প্রতি জোর দেবেন। বাজেট বক্তৃতায় যদি তিনি সন্ত্রাসীদের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করতেন তাহলে আমরা খুশী হতাম। কারণ দেশের পুরো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। বাজেট শুদ্ধ অংকের হিসাব নয়, এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও আছে।

–আতিউর রহমান

বাজেট ২০০২-২০০৩

দাম বাড়বে

এবারের বাজেটে শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির ফলে যেসব পণ্যের দাম বাড়বে বা বাড়তে পারে সেগুলো হচ্ছে :

গুড়ো দুধ, আমদানিকৃত মাছ, মাখন জাতীয় দ্রব্য, পনির জাতীয় দ্রব্য, তাজা খেজুর, তাজা কমলাসহ অন্যান্য ফল, সিরিয়াল পেলেটস, ট্যালো, ক্রুড সয়াবিন তেল, ক্রুড পামঅয়েল, চিনি, চুইংগাম, চকলেট ও ক্যান্ডি, বিস্কুট ওয়েফলস ও ওয়েফারস, কোমল পানীয়, সিমেন্ট ক্লিংকার, ফিনিশড সিমেন্ট, লুব্রিকেটিং অয়েল, সালফিউরিক এসিড, বেসিক ক্রোমিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ভিনাইল এসিটেট, ভ্যাট ডাইস, রিএকটিভ ডাইস, ইঙ্কজেট রিফিল ইন, পারফিউম অ্যান্ড টয়লেট ওয়াটার, কসমেটিক্স, টয়লেট্রিস প্রডাক্টস, আমদানিকৃত সাবান, টোনার কার্টিজ ফর কমপিউটার, মোটর গাড়ির টায়ার, বাস লরির টায়ার, বাইসাইকেল টায়ার, রাইটিং ও প্রিন্টিং কাগজ, কাচা রেশম, রেশম সুতা, অয়্যারড অ্যান্ড নন অয়্যারড গ্লাস, কিচেন গ্লাসঅয়্যার, কাচের চুড়ি, ফ্লাই রোল্ড প্রডাক্টস, অ্যালুমিনিয়াম জিংক অ্যালি, বার ও রড, জিআই পাইপ, ফ্যান পার্টস, কমপিউটার হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশ ও সামগ্রী, ড্রাইসেল ব্যাটারি, লেড এসিড ব্যাটারি, মোডেম, ব্লাংক সিডি ফর

কমপিউটার, কমপিউটার সফটওয়্যার, ইলেকট্রক বাল্ব, অটো বাল্ব, টেলিভিশন প্রস্তুত বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমদানির ক্ষেত্রে পিকচার টিউব, কটন ব্রেটেড ইলেকট্রক কেবলস, অন্যান্য কেবলস, কো-এক্সিয়াল কেবলস ও অন্যান্য কো-এক্সিয়াল ইলেকট্রক কন্ডাক্টরস, দোতলা বাস (সিএনজি চালিত নয়), ১৫-এর কম সিটিং ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট যানবাহন, মিনিবাস, সিকেডি, ট্রাক, পিকআপ ও ডেলিভারি ভ্যান, ইঞ্জিনসহ দোতলা বাসের চেসিস, হিউম্যান হলারের চেসিস, দুই স্ট্রোক মোটর সাইকেল, স্ক্র্যাপ ভেসেলস, ইলেকট্রক মিটারের যন্ত্রাংশ এবং এক্সেসরিজ, কমপিউটার প্রিন্টারের রিবন প্রভৃতি।

দাম কমবে

এবারের বাজেটে শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক কমানোর ফলে যে সকল পণ্যের দাম কমবে তার মধ্যে রয়েছে :
সোপ নুডলস, কস্টিক সোডা, পিভিসি রেজিন, মোটর কার, সিএনজি চালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি হুইলার, ইলেকট্রক ব্যাটারি চালিত মোটর কার, ২৬৯৯ সিসি পর্যন্ত মোটর কার, ট্রাক্টর, লাগেজ ও ফ্যাশন এক্সেসরিজ, প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং আয়রন স্টিল এলুমিনিয়াম, সিরিঞ্জ, নিডলস, এনার্জি সেভিং ল্যাম্পের যন্ত্রাংশ, রঙিন টেলিভিশনের যন্ত্রাংশ, শাদা-কালো টেলিভিশন, টেলিফোন সেট, বাইসাইকেল টিউব ভাল্ব, মৎস্য চাষে ব্যবহৃত অ্যারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, মেরিন প্রোপালশন ইঞ্জিন, নিকেল সিলভার, অ্যাংকরস, গ্রাপনেলস ও যন্ত্রাংশ, ৫ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতার নিচে লিকুইড গ্যাস সিলিন্ডার, হট রোল্ড প্রডাক্টস নটইন কয়েল, সুইং থ্রেড অফ সিনথেটিক ফিলামেন্ট, প্লাইউড, ফুটঅয়্যার এক্সেসরিজ রাবার কট, মোটর সাইকেল টায়ার, পিভিসি রিজিডি ফিল্ম, পলিপ্রোফাইলিন, ডায়াগনস্টিক/ল্যাব রিএজেন্টস, রোজিন সাইজ, ডিফোমিং এজেন্ট এসিটিক এসিড, জাইলিন, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, সোডিয়াম বাই কার্বনেট, ব্লিচিং পাউডার, পেট্রোলিয়াম জেলি, ম্যাঙ্গো পাল্প, ট্যাপিওকা সাগু, ক্রুড নারকেল তেল, জেনথেন গাম, ফুল ক্যাট সয়াবিন, পটেটো এবং ম্যানিওক স্টার্চ, স্পাইস প্রিমিক্স ফর ইনস্ট্যান্ট নুডলস প্রভৃতি।